লোকমুখে প্রসিদ্ধ

প্রচলিত ভুলের সংকলন

মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ভুলের এটি একটি প্রামাণ্য সংকলন। বিশেষ করে আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ভুলগুলির অনেকগুলিই লক্ষ করা যায়। আলহামদুলিল্লাহ্, বর্তমান উলামায়ে কিরামগণ এই সমস্ত ভুলগুলি চিহ্নিত করে উম্মতের সামনে বিভিন্নভাবে তুলে ধরছেন। গবেষণামূলক পত্রিকা *মাসিক আল কাউসার* এমনই একটি যুগোপযোগী পত্রিকা যেখানে মানুষের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার, ভিত্তিহীন ধারণা ও ভুলগুলিকে চিহ্নিত করে দ্বীন সম্পর্কে সঠিক আকীদা ও বিশ্বাস উম্মতের সামনে তুলে ধরা হয়। তাই বিশেষ করে আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ যদি এই পত্রিকাটি পড়ে তাহলে সহীহ ইল্‌ম অর্জনের জন্য অনেক সহায়ক হবে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ্। সেই সাথে আমাদের ঘরের মা-বোনদের জন্যও এই পত্রিকাটি তাদের দ্বীনী তরবিয়তের জন্য অনেক উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ্। আর একটি অত্যন্ত মূল্যবান বই যেটিও আমাদের ইলম্ সহীহ করার ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সেটি হল ভিত্তিহীন ও জাল হাদীস সমূহের উপর রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ- *প্রচলিত জাল হাদীস ।* আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই সমস্ত গ্রন্থসমূহ থেকে পুরো ফায়দা হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

এই সংকলন তৈরি করতে যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে সরাসরি সাহায্য নেয়া হয়েছে-

১. গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা- এর মুখপত্র *মাসিক আল কাউসার* এর বিভিন্ন সংখ্যা।

২. *প্রচলিত জাল হাদীস* (লোকমূখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন হাদীসমূহের উপর হাদীস শাস্ত্রের আলোকে রচিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ)

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

মহান আল্লাহ্ তায়ালার বাণী

যে বিষয়ে তোমার প্রকৃত জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে তুমি মন্তব্য করিও না। - সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩৬

আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে। ... ... । সাবধান যালেমদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত রয়েছে। - সূরা হুদ, আয়াত ১৮।

জাল রেওয়ায়েত বর্ণনা করা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সতর্কবাণী

প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বলে দাবী করা ইসলামে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ বলে সাব্যস্ত। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে জাহান্নামের হুঁশিয়ারী পর্যন্ত এসেছে।
রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **'কেউ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (সত্যমিথ্যা যাচাই ছাড়া) সবই বর্ণনা করে'। -** *সহীহ মুসলিম ১/৮, হাদীস ৫; সুনানে আবু দাউদ ২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২।*
রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **'যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়'।** *- সহীহ বুখারী ১/২১, হাদীস ১০৯।*
রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন, **'আমার উপর মিথ্যারোপ করা অন্য কারো উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়'। -** *সহীহ বুখারী ১/১৭২, হাদীস ১২৯১; সহীহ মুসলিম ১/৭, হাদীস ৪।*
অন্য হাদীসে আছে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **তোমরা আমার নামে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভয় কর। তোমরা যা নিশ্চিত জান (যে তা আমার হাদীস) শুধু তাই বর্ণনা কর। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের মর্জি মত মনগড়া তাফসীর করে, সেও যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। -** *জামে তিরমিযী ২/১২৩, হাদীস ২৯৫১ (তাফসীর অধ্যায়ের শুরুভাগে)।*

সুতরাং প্রমাণিত হল হাদীস বলার পূর্বে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, এটি বাস্তবেও হাদীসে নববী কি না। এ ব্যাপারে অসতর্কতা নবীর উপর মিথ্যারোপ করার শামিল, যার পরিণাম জাহান্নাম। অতএব হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয।

দাওয়াতের মেহনতকারীদের জন্য হযরতজী ইলিয়াস রহঃ-এর বাণী

হযরতজী ইলিয়াস রহঃ মোবাল্লেগীনদের এক বিরাট জামায়াতের উদ্দেশ্যে বলেন- আপনাদের এই চলাফেরা এবং সমস্ত কোশেশ মেহনত বৃথা যাইতে বাধ্য যদি আপনারা ইহার সহিত ইল্মে দ্বীনের ও আল্লাহর জিকিরের গুরুত্ব সহকারে চর্চা না করেন। ইল্ম ও জিকির হইল দুইটা বাহু যাহা ব্যতীত তাবলীগের আকাশে উড়া যায় না। বরং ভয় এবং ভীষণ ভয় রহিয়াছে যে, যদি এই দুই কাজের ব্যাপারে গাফলতি করা হয় তবে আল্লাহ্ না করুন এইসব কষ্ট ও মেহনত দ্বারা গোমরাহী ও ফিতনা ফ্যাসাদের একটি নতুন দরওয়াজা খুলিয়া যাইতে পারে। যদি ইল্ম না থাকিল তবে ইসলাম এবং ঈমান শুধুমাত্র রসম ও নামকাওয়াস্তে রহিয়া গেল। আর আল্লাহ্র জিকির ব্যতীত যদি ইল্ম হইল তবে উহা ইল্ম নয় বরং জুলুমাত বা অন্ধকার মাত্র। আবার ইল্ম ব্যতীত যদি শুধুমাত্র বেশী বেশী জিকির করিল তবে উহাও বড় বিপদ সঙ্কুল। মূলকথা ইল্মের মধ্যে নূর আসে জিকিরে দ্বারা। আবার ইল্মে দ্বীন ব্যতীত জিকিরের প্রকৃত বরকত ও ফলাফল হাসিল হয় না বরং অনেক সময় এমন জাহিল সূফীদিগকে শয়তান নিজের হাতিয়ার স্বরুপ ব্যবহার করে। কাজেই তাবলীগী মেহনতে ইল্ম ও জিকিরের গুরুত্ব কখনও ভুলিবে না। তা না হইলে তোমাদের এই তাবলীগী আন্দোলন একটা ভবঘুরে আন্দোলনের মত হইয়া যাইবে। আর আল্লাহ্ না করুন উহা তোমাদের জন্য ভীষণ ক্ষতিরই কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। - *হযরতজী (রহঃ)-এর মালফুজাত, পৃষ্ঠাঃ ২০ (তাবলীগী কুতুবখানা)।*

দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া

প্রশ্নঃ হাদীস বলার ক্ষেত্রে তাহকীক করা কি রকম ফরয?

উত্তরঃ হাদীস বর্ণনার করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরযে আইন। যে কেউ হাদীস বর্ণনা করার আগ্রহ পোষণ করবে তার উপর প্রথম ফরয হল সে শুরুতেই যারা জানে তাদের থেকে নিশ্চিত হয়ে নেবে যে, যে বিষয়টি সে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করতে চাচ্ছে তা বাস্তবেই হাদীস কি না; যদি হাদীস হয় তবে তা পূর্ণ সতর্কতার সাথে বর্ণনা করবে যাতে নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন বৃদ্ধি না ঘটে।

প্রশ্নঃ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব প্রণীত 'প্রচলিত জাল হাদীস' কিতাব পাঠ করে দেখতে এবং বুঝতে পারলাম যে, আমরা যারা তাবলীগে গিয়ে বয়ান করি ঐ বয়ানে অনেক জাল হাদীস বলে থাকি। এর থেকে বাঁচার উপায় বাতলে দিবেন।

উত্তরঃ এ থেকে বাঁচার উপায় এটি যে, কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীস বিশেষজ্ঞ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সহীহ বলে জানা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মনে যতই আগ্রহ সৃষ্টি হোক না কেন তা বর্ণনা না করা।
ধরুন, আপনি নিজের ব্যাপারে এরূপ অপরিহার্য করে নিবেন যে, আমি **রিয়াদুস্ সালেহীন** বা **মুন্তাখাব আহাদীস** (হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রাহঃ কৃত) এর বাইরের কোন হাদীস বলব না। ভালোভাবে বুঝে নিন, যদি কোন রেওয়ায়েতের ব্যাপারে তা সহীহ বলে জানা না থাকা সত্ত্বেও আগ্রহের কারণে তা আপনি বর্ণনা করেন, তবে ঘটনাক্রমে তা সহীহ হলেও আপনি গুনাহগার হবেন। কেননা আপনি তো তা না জেনে বর্ণনা করেছেন।
হাদীস শোনানোর সওয়াব অর্জনের আগে তাহকীক ছাড়া তা শোনানোর গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া জরুরী। শরীয়ত ও সুস্থ বিবেকের দাবী হল উপকার লাভের চেয়ে ক্ষতি থেকে বাঁচা অগ্রগণ্য। *দারুল ইফতা, মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া,* [মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৮, পৃষ্ঠা-৩১-৩২]

প্রচলিত ভিত্তিহীন ঘটনাবলী

একটি ভুল ঘটনা

হযরত জাবির (রাঃ) একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করেন। মেহমানদারির জন্য একটি বকরী জবাই করেন। বকরী জবাইয়ের সময় হযরত জাবির (রাঃ) এর দুই শিশুছেলে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হযরত জাবির (রাঃ) বকরী নিয়ে চলে গেলে দুভাই মিলে বকরী জবাই খেলা শুরু করল এবং এক ভাই আরেক ভাইকে শুইয়ে বকরীর মত জবাই করে দিল। এরপর ভয়ে সেও মারা গেল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাবেন ভেবে হযরত জাবির (রাঃ) ধৈর্য্যের সাথে ছেলে দুটির লাশ ঘরের কুঠুরিতে নিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে বসে জাবির (রাঃ)কে বললেন, তোমার ছেলে দুটিকে ডাক। তিনি বললেন ওরা ঘুমাচ্ছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরে ওঠে গিয়ে কম্বল উচু করে ডাকলেন, হে জাবিরের দুই ছেলে ওঠে এস। তখন ভোরের পাখির মত ছেলে দুটি ওঠে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চা দুটিকে নিয়ে খেতে বসলেন। ঘটনার আকষ্মিকতায় হযরত জাবির (রাঃ) অভিভূত হয়ে গেলেন। তার চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

উল্লেখিত ঘটনাটি ভুল। লোকমুখে বহুল প্রচলিত হলেও এর কোন দালীলিক ভিত্তি নেই। [মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৯]

একটি ভুল ঘটনা

ঈদের সকাল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কলিজার টুকরা হাসান-হুসাইন মা ফাতেমার কাছে ঈদের নতুন জামার জন্য কান্নাকাটি করছেন। "আশপাশের সম-বয়সী অনেকে নতুন জামা পরে হাসি-ফুর্তি করছ, কিন্তু আমাদের নতুন জামা নেই কেন?" মা ফাতেমা কান্না গোপন করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। অগত্যা তাদেরকে বললেন, তোমরা গোসল করে এস, আমি তোমাদের নতুন জামার ব্যবস্থা করছি। বলাবাহুল্য ব্যবস্থা করার মত তার কোন উপায়ই ছিল না।

পুণ্যবতী মা ফাতেমা দুই পুত্রকে গোসল করতে পাঠিয়ে আল্লহ তায়ালার দরবারে লুটিয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন, হে প্রভু! হাসান-হুসাইন গোসল করে এসে জামা চাইলে আমি তাদের কী জবাব দেব? তুমি কি চাও আজ ঈদের দিনে তাদের সামনে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হই এবং তারা মিসকীনের মত ঈদ করুক? আল্লহ তায়ালা ততক্ষনাত হযরত জিব্রীল (আঃ)কে দর্জির বেশে দুটি জামা দিয়ে মা ফাতেমার ঘরে পাঠালেন।

দরজায় নক করার শব্দ শুনে মা ফাতেমা সিজদা থেকে মাথা তুললেন এবং দর্জির কাছ থেকে জামা দুটি গ্রহণ করলেন। একটি জামা ছিল লাল আরেকটি জামা ছিল নীল। শিশু হাসান-হুসাইন ঘরে ফিরে নতুন জামা পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে গেল। দুজনে জামা দুটি বুকে জড়িয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরের দিকে দৌড়াতে লাগল। ডাক দিল, নানা! এই দেখ আমাদের ঈদের নতুন জামা! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা দুটি দেখে কেঁদে উঠলেন এবং লাল জামাটি হুসাইনকে ও নীল জামাটি হাসানকে পরিয়ে দিলেন, যা পরবর্তী সময়ে হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত ও হযরত হাসান (রাঃ) এর বিষপানের দিকে ইঙ্গীত ছিল।

এ ঘটনাটির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এর চেয়ে অলৌকিক ব্যাপারও নবী পরিবারের সাথে ঘটতে পারে। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেনি বা ঘটেছে বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসুত্রে পাওয়া যায়না, সে ঘটনা প্রচার করার কোন সুযোগ নেই। আর এর কোন প্রয়োজনও নেই। [মাসিক আল কাউসার, মার্চ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৩]

<u>একটি ভুল কাহিনী</u>

হযরত যাকারিয়া (আঃ) শত্রুদের কাছ থেকে বাঁচার জন্য কোন এক সময় গাছের কাছে আশ্রয় চান এবং কান্ডের ভিতর ঢুকে লুকিয়ে যান। তারপর শত্রুদল তা জানতে পেরে গাছটি চিঁড়ে ফেলে; ফলে তিনি দ্বিখন্ডিত হয়ে যান।

ঘটনাটি কুরআন মাজীদে বা কোন সহীহ হাদীসে উল্লেখ নেই। এমনকি কোন সাহাবী থেকেও সহীহ সুত্রে বর্ণিত নয়; বরং এটা একটা ইসরাঈলী বর্ণনা; যার মূলে অসংগতিপূর্ণ কথাবার্তা আছে। সুতরাং এ ধরনের কাহিনী বিশ্বাস করা জায়েয নেই। - *তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/১২৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৫০।* [মাসিক আল কাউসার, জুন-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৩]

<u>একটি ভুল ঘটনা</u>

একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাবূকের যুদ্ধে হযরাত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়ে যান এবং চটের কাপড় পরিধান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর একাজে সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত ফেরেশতাকে চটের পোষাক পরিধান করার আদেশ দান করেন। - বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। এব্যাপারে সহী বর্ণনা নিম্নরুপ -

'রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের জন্য দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করলে সাহাবায়ে কেরাম সকলেই সামর্থ্য অনুযায়ী শরীক হলেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) চার হাজার দিরহাম দিলেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি? তিনি বললেন, তাদের জন্য আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। অর্থাৎ বাড়ির সকল সম্পদ তিনি নিয়ে এসেছিলেন।'

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন- *জামে তিরমিযী ২/২০৮; সুনানে আবু দাউদ,হাদীস ১৬৭৫; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন ৪/১০৩; শরহুল মাওয়াহিব ৪/৬৯; আলকামেল ২/২৭৭।* [মাসিক আল কাউসার, মার্চ -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩২]

এ সম্পর্কে হায়াতুস্ সাহাবাতে এসেছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) মক্কা বিজয়ের পূর্বেই তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহর জন্য খরচ করেন ফেলার দরুন এতই অভাবে ছিলেন যে, তাঁহার চোগা বুকের উপর বোতামের পরিবর্তে কাঁটা দ্বারা আটকাইয়া ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার নিকট এই পরিমাণ অর্থও নাই যে, বোতাম লাগাইতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রীল (আঃ)কে তাঁহার পক্ষ হইতে সালাম পাঠান হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এই অভাবের উপর আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন কি না?

বিস্তারিত দেখুন- *হায়াতুস্ সাহাবাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫৪৩, (দারুল কিতাব)।*

<u>এটি হাদীস নয়</u>

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ) *'আশহাদু'* ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারতেন না। তিনি *শীন* কে *সীন* পড়তেন। তার এই অশুদ্ধ উচ্চারণে লোকদের আপত্তির কারণে তাকে আযানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং পরিবর্তে অন্য একজন সহীহ উচ্চারণকারীকে মুয়াজ্জিন বানানো হয়। এরপর একদিন অতিবাহিত হলে জিব্রীল (আঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তাশরীফ এনে বললেন, আজ কি আপনার মসজিদে আযান হয়নি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ খুব সুন্দর আযান হয়েছে। আগের থেকে ভাল। জিব্রীল (আঃ) বললেন, আগের আযান তো আরশ পর্যন্ত পৌঁছত। কিন্তু আজকের আযান তো আরশ পর্যন্ত পৌঁছেনি। আল্লাহর নিকট বেলালের সীন উচ্চারণ শীন ধর্তব্য হয়।
- শুনে রাখুন, এটি একটি বানানো জাল ও মুখরোচক ভিত্তিহীন ঘটনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের সাথে এটির সামান্যতম সম্পর্ক নেই। সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে জানা যায়, বেলাল (রাঃ) খুব স্পষ্টভাষী, উঁচু আওয়াজ এবং সুমিষ্ট স্বরের অধিকারী ছিলেন। এজন্যই তাকে আযান দেওয়ার জন্য মনোনিত করা হয়েছিল। হাদীস পর্যালোচকগণ দৃঢ়ভাবে বলেছেন, উল্লেখিত বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। - *আলমাসনূ ফী মারিফাতিল মাওযূ ১১৩; আলমাকাসিদুল হাসানাহ ১৯৭; কাশফুল খাফা ১/৪১১।* [মাসিক আল কাউসার, জানুয়ারি -২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৮]

<u>এটি হাদীস নয়</u>

কবরকে সম্বোধন ও কবরের উত্তর- ফাতিমা (রাঃ) কে দাফন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম কবরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে কবর, সাবধান থেকো। তুমি কি জানো, তোমার উদরে কাকে রাখা হচ্ছে? ইনি হলেন সাইয়্যিদুল আলামীন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়তম কন্যা। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কবর থেকে আওয়াজ আসল, আমার কাছে বংশ বিচার নেই, এখানে প্রত্যেকের আমাল অনুসারে বিচার করা হবে।- এটি একটি ভিত্তিহীন কেচ্ছা। বাস্তবতার সাথে এর কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস বা ইতিহাসের কিতাবে এর কোন সনদ উল্লেখ নেই। আখিরাতে হিসাব কিতাবের বিষয়টি যে ঈমান ও আমালের ভিত্তিতেই হবে তা দ্বীনের একটি সর্বজনবিদিত শিক্ষা, যা মুসলমান মাত্রেরই জানা আছে। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম কবরকে সম্বোধন করে উপরোক্ত কথা বলতে পারেন এই কল্পনাও জাহালত বা মূর্খতা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রিয়তম কন্যা ফাতিমা (রাঃ) কে বলে গেছেন- 'হে

ফাতিমা, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা আমি উপকার অপকারের মালিক নই।' - *সহীহ মুসলিম ২/১১৪; জামে তিরমিযী হাদীস ৩১৮৫।*

এবং একথাও বলেছেন- 'হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, আমার সম্পদ থেকে তুমি যা ইচ্ছা চাইতে পার কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে আমি তোমার কোনই উপকারে আসব না।' - *সহীহ বুখারী হাদীস ৪৭৭১; সহীহ মুসলিম ২/১১৪।* [মাসিক আল কাউসার, মার্চ -২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫]

মুহাম্মদ (সাঃ) ও নূর সংক্রান্ত প্রচলিত ভুল

এটি হাদীস নয়

আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমানসমুহ (কোন কিছুই) সৃষ্টি করতাম না। - এটি লোকমুখে হাদীসে কুদ্‌সী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত, মিথ্যুকদের বানানো কথা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

ইমাম সাগানী, আল্লাম পাটনী, মোল্লা আলী কারী, শাইখ আজলুনী, আল্লামা কাউকজী, ইমাম শাওকানী, মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী, এবং শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম এটিকে জাল বলেছেন। - *রিসালাতুল মাওযূয়াতঃ ৯; তাযকিরাতুল মাওযূয়াতঃ ৮৬; আল মাসনূঃ ১৫০; কাশফুল খাফাঃ ২/১৬৪; আল লুউলুউল মারসূঃ ৬৬; আল ফাওয়াইদুল মাজমূআঃ ২/৪১০; আল বুসীরী মাদেহুর রাসূলিল আযামঃ ৭৫; ফাতাওয়া আযীযিয়াঃ ২/১২৯; ফাতাওয়া মাহমূদিয়াঃ ১/৭৭।*

কেউ কেউ বলেন যে, এই রেওয়ায়েত যদিও জাল; কিন্তু এর মূল বিষয়বস্তু সঠিক। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর খাতিরেই এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তাকে পয়দা করার ইচ্ছা না করলে তিনি কোন কিছুই পয়দা করতেন না।)

অথচ আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়া ও সমগ্র জগতকে কেন সৃষ্টি করলেন, তা ওহী ছাড়া জানার উপায় নেই। ওহী শুধু কুরআন ও হাদীসেই সীমাবদ্ধ। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের আয়াত কিংবা সহীহ হাদীসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত না হবে যে, একমাত্র তাঁর খাতিরেই সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আকীদা রাখার কোন সুযোগ নেই। অথচ জানা কথা যে, এটি কুরআন মাজীদের কোন আয়াত; কিংবা কোন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। এটিও উপরে বর্ণিত জাল রেওয়ায়েত অথবা এ ধরণের বাতিল রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে; যাকে তারা আকীদা তথা মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয় বানিয়ে রেখেছে। - *যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা, যাইলু তানযীহিশ শারীয়াতিল মারফূয়া।* [বিস্তারিত দেখুন, প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১৮৬-১৮৮]

এটি হাদীস নয়

সূর্য কিংবা চন্দ্রের আলোতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া দেখা যেত না। - এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ জাল। কেননা এই হাদীসের সনদ সূত্রে রয়েছে আব্দুর রহমান ইবনে কাইস যাফরানী, যার সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কঠোর মন্তব্য রয়েছে।

বিজ্ঞ রিজাল শাস্ত্রবিদ আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এবং ইমাম আবু যুরুআ রহঃ তাকে মিথ্যুক বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়াও তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী রহঃ প্রমূখ প্রখ্যাত ইমামদের কঠোর উক্তি রয়েছে। - *তারীখে বাগদাদঃ ১০/২৫১-২৫২; মীযানুল ইতিদালঃ ২/৫৮৩; তাহযীবুত তাহযীবঃ ৬/২৫৮।*

সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার সবকিছু বর্ণনা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন; অথচ ছায়া না থাকার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনাই পাওয়া যায় না। একজন সাহাবী থেকেও নির্ভরযোগ্যসুত্রে তা বর্ণিত হয়নি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মিথ্যুকের পূর্বোক্ত বর্ণনাটি সম্পূর্ণ মনগড়া ও জাল। - *ইমদাদুল মুফতীনঃ ২/২৫৮-২৫৯।*

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ছায়া থাকার ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে, যার কিছু নিম্নে বর্ণিত হল-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'আমার কাছে জান্নাত উপস্থিত করা হয়েছিল। তাতে বিশাল বৃক্ষরাজি দেখতে পাই। যেগুলোর ছড়া ঝুঁকানো ছিল। তা থেকে কিছু নিতে চাইলে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হল, আপনি সরে দাঁড়ান। আমি পিছনে সরে দাঁড়ালাম। তারপর আমার নিকট জাহান্নাম উপস্থিত করা হল, যা আমার ও তোমাদের সামনেই ছিল। এমনকি তার আগুনের আলোতে **আমার ও তোমাদের ছায়া** পর্যন্ত আমি দেখেছি।' (হাদীস সংক্ষেপিত) - *মুস্তাদারাকে হাকিমঃ ৫/৬৪৮, হাদীস ৮৪৫৬।*

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে- রবীউল আউয়াল মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব (রাঃ)-এর নিকট যান। ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যায়নাব (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- **এর ছায়া** দেখতে পান। ইত্যবসরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেন। (হাদীস সংক্ষেপিত) - *মুসনাদে আহমাদঃ ৭/৪৭৪, হাদীস ২৬৩২৫।*

হিজরতের সময় যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রাঃ) সহ কুবায় বনী আমর ইবনে আউফের নিকট অবস্থান নেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর গায়ে রোদ লাগলে আবূ বকর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে নিজ চাদর দ্বারা **তাঁকে ছায়া** দান করেন। এতে লোকেরা তাঁকে চিনতে পায়। - *সহীহ বুখারীঃ ১/৫৫৫, হাদীস ৩৯০৫।*

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরাত জাবির (রাঃ) বলেন – আমরা নজ্‌দের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। ময়দানে কাঁটাযুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। দুপুরে বিশ্রামের সময় হলে **ছায়া গ্রহণের জন্য তিনি** বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নেন। - *সহীহ বুখারীঃ ২/৫৯৩, হাদীস ৪১৩৫।* [বিস্তারিত দেখুন, প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১৯২-১৯৭]

এটি হাদীস নয়

আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। - এটি একটি দীর্ঘ জাল রেওয়ায়েতের অংশ। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী রহঃ উক্ত রেয়ায়েতটি জাল প্রমাণে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যা 'মুরশিদুল হায়ের লি-বয়ানে ওয়ায্‌যে হাদীসে জাবের' নামে প্রকাশিত

হয়েছে। মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী রহঃ এ রেওয়ায়েত সম্পর্কে অন্য এক প্রবন্ধে বলেনঃ "এটি জাল ও বাতিল হওয়া অতি সুস্পষ্ট।" - *আল বুসীরী মাদেহুর রাসুলিল আযামঃ ৭৫।*

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আহমাদ আল-গুমারী রহঃ এ সম্পর্কে বলেনঃ "এ রেওয়ায়েতটি জাল। যদি পূর্ণ রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা হয়, তা হলে সেটি জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন পাঠকেরই সন্দেহ থাকবে না।" – *আল-মুগীর আলাল আহাদীসিল মাওযূআতে ফিল জামিয়িস সগীরঃ ৪; আত তালিকাতুল হাফেলা আলাল আজবিবাতিল ফাযেলাঃ ১২৯।*

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহঃ উক্ত রেওয়ায়েতের কোন কোন বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেনঃ *"হাদীস বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মতিক্রমে এ সবগুলোই মিথ্যা ও বানোয়াট।"* হাফেয ইবনে কাসীর রহঃ তার ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া রহঃ-এর উক্তি উল্লেখ পূর্বক একমত পোষণ করেছেন। - *আল আসারুল মারফূআঃ ৪৩।*

(এই বর্ণনাটি ঘটনাক্রমে থানভী রহঃ এর *নাশরুত্তীব* গ্রন্থেও রয়েছে। কারণ তিনি *নাশরুত্তীব* রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা" গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। তাই "আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা" গ্রন্থের প্রদত্ত উক্তি সঠিক ভেবে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, *তালীমুদ্দীন*- গ্রন্থে থানভী রহ হাদীসের ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞের তাহকীক মেনে নেওয়ার প্রতি জোর তাকিদ করেছেন।) [বিস্তারিত দেখুন, প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ২২০-২২৩]

এটি হাদীস নয়

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রীল (আঃ)- কে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, " একটি তারকা প্রতি সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হত, আমি সেটিকে সত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। এতে আপনি আমার বয়স আন্দাজ করে নিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেটিই ছিল আমার নূর।" – এই রেওয়ায়েতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন যে, " এটি একটি মনগড়া রেওয়ায়েত।" – *কিতাবুল ইস্তিগাসা ফিররদ্দি আলাল বাকরীঃ ১/১৩৮; আরো দ্রষ্টব্যঃ খাইরুল ফাতওয়াঃ ১/২৭৬।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ২২৩-২২৪]

এটি হাদীস নয়

হযরত আদম (আঃ)- এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি (রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম। - সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী রহঃ এ সম্পর্কে লেখেন যেঃ "এটিও একটি জাল বর্ণনা।" - *আল বুসীরী মাদেহুর রাসুলিল আযামঃ ৭৫।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ২২৪]

শবে মেরাজ সংক্রান্ত প্রচলিত ভুল

২৭ রজবের ব্যাপারে কিছু কথা

২৭শে রজবের ব্যাপারে সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ যে এটি শবে মেরাজ। অনেকেই মনে করে যে এই রাতটি সেভাবে কাটাতে হবে যেভাবে কদরের রাত কাটানো হয়। অনেকে আবার বিশেষ নিয়মের নামায এবং পরদিন রোযা রাখাকেও এ সময়ের একটি বিশেষ ইবাদত মনে করে। অথচ বাস্তব কথা হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই মহিমান্বিত মেরাজ যে রজব মাসেই হয়েছিল তা ইতিহাসে প্রমাণিত নয়। কোন কোন বর্ণনা মতে বুঝা যায়, মেরাজ হয়েছিল রবিউল আওয়াল মাসে। কোন কোন রেওয়াতে রজব মাসের কথা এসেছে আবার কোন কোন রেওয়াতে অন্য মাসের কথাও এসেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে শুধু এতটুকুই পাওয়া যায় যে, মেরাজের ঘটনা হিজরতের এক বা দেড় বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মাস, দিন, তারিখের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। তাই দৃঢ়তার সাথে বলা যাচ্ছেনা যে, মেরাজ রজনী কোনটি?

আর সুনির্দিষ্টভাবে ২৭ রজব সম্পর্কে তো ইমাম ইব্রাহীম হারবী রহঃ, ইমাম ইবনে রজব রহঃ স্পষ্ট বলেছেন যে, এরাতে মেরাজ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। - *লাতায়েফুল মাআরেফ ১৩৪।*

তাছাড়া এ রাতে বিশেষ কোন ইবাদত থাকলে এবং পরদিন বিশেষ রোযার বিধান থাকলে অবশ্যই তা হাদীস শরীফে উল্লেখ থাকতো এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তা পালন করতেন। কিন্তু এমন কিছুর প্রমাণ নেই। [মাসিক আল কাউসার, আগষ্ট-২০০৫, পৃষ্ঠা-১০] এবং [মাসিক আল কাউসার, আগষ্ট-২০০৬, পৃষ্ঠা-৭]

এটি হাদীস নয়

মেরাজের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে মুআল্লা'য় প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলতে চাইলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুলকে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি জুতা খুলবেন না। কেননা, আপনার জুতা নিয়ে আগমনে আরশ ধন্য হবে। - মেরাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুতো মুবারক নিয়ে আরশে গমন সংক্রান্ত উক্ত প্রচলিত কথাটি হাদীস নয়। সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া কথা। - *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৮/২২৩; আল আসারুল মারফূআ ৩৭; রাসায়েল লাখনোভী ১/২২৮* । [মাসিক আল কাউসার, জুলাই-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩১]

এটি হাদীস নয়

মেরাজে জিব্রীল (আঃ) এর সঙ্গ ত্যাগঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন *সিদ্‌রাতুল মুনতাহা* পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন হযরত জিব্রীল (আঃ) এই বলে সামনে অগ্রসর হতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, "আমি আর এক কদম অথবা এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার ডানা সমূহ জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।"- এরূপ ধারণা করাও ঠিক নয়। এগুলো কিস্‌সা-কাহিনীকারদের মনগড়া বানানো কথা। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী রহঃ বলেন- "এরূপ ধারণা

করা নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়ি যে, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্‌রাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন, তখন জিব্রীল (আঃ) পিছনে হটে যান এবং বলেন, যদি আমি আর এক পা অগ্রসর হই তা হলে জ্বলে যাব।”- এটি একটি মিথ্যা ও বাজে কথা। “বস্তুত উক্ত রাতে জিব্রীল (আঃ) এক মুহুর্তের জন্যও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। সিদ্‌রাতুল মুনতাহা এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি তাঁর সাথে ছিলেন।” - *আল বুসীরী মাদেহুর রাসূলিল আযামঃ৭২।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১৮১-১৮২]

মেরাজ সম্পর্কে আরও কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

মেরাজের রাত্রিতে ২৬/২৭ বছর অতিক্রান্ত হয়েছেঃ এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। কুর’আন কারীম ও একাধিক সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইসরার (ও মেরাজের) ঘটনা এক রাতে সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে পুরা রাত ব্যয় হয়নি। হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, এই সফরের সূচনা হয়েছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর। জিব্রীল (আঃ) এসে তাঁকে জাগিয়েছেন, সীনা চাক হয়েছে; এরপর সফরের সূচনা হয়েছে। এরপর ভোর হওয়ার আগেই পূর্ণ সফর সমাপ্ত হয়েছে এবং তিনি মক্কা মুকাররমায় ফিরে এসেছেন। এটা হল কুর’আন হাদীসে উল্লেখিত সত্য। বলাবাহুল্য, আল্লাহর কুদরতে এরচেয়েও কম সময়ে এরচেয়েও দীর্ঘ সফর সমাপ্ত হওয়া সম্ভব।

কিন্তু কিছু মানুষ শুধু ধারণার ভিত্তিতে বলতে থাকে যে, সে সময়ে সূর্যের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সময় থেমে গিয়েছিল। কিছু মানুষ আবার বিনাদ্বিধায় ২৬/২৭ বছর অতিবাহিত হওয়ার কথা বলে দেন। অর্থাৎ সাধারণ সময়ের হিসেবে মেরাজ রজনীতে নাকি এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়েছিল! এ জাতীয় প্রমাণহীন কথাবার্তার ব্যাপারে শুধু এটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট- “আর যে বিষয়ে তোমার ইলম নেই তার অনুগামী হয়ো না।” – *সূরা বনী ইসরাইল, ৩৬।* [মাসিক আল কাউসার, আগস্ট -২০০৬, পৃষ্ঠা-৫]

মেরাজ সম্পর্কে আরও একটি ভিত্তিহীন বর্ণনাঃ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আমার নিকট জিব্রীল আঃ এসেছিলেন এবং আমার পরওয়ারদিগারের মহান দরবারের সফরে আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি একস্থানে গিয়ে থেমে যান। আমি বললাম হে জিব্রীল, এমন স্থানে এসে বন্ধু কি বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? জিব্রীল উত্তর দিলেন, যদি আমি আর একটু অগ্রসর হই তবে আমার পাখাগুলো জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।”

‘এরপর আমাকে নূরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল এবং সত্তর হাজার পর্দা পার করানো হল। যার একটি পর্দার সঙ্গে অপর পর্দার কোন মিল ছিলনা। আমার সাথে মানব ও ফেরেশতাকুলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ওই সময় আমার অন্তরে ভিতরে ভীতির সঞ্চার হলে এক ঘোষণাকারী আবু বকরের কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, থামুন! আপনার প্রভু সালাতে নিয়োজিত রয়েছেন।

আমি আবেদন করলাম, দুটি বিষয় আমার কাছে বড় আশ্চর্যজনক মনে হল। একটি হচ্ছে, আবু বকর কি আমার চেয়েও অগ্রগামী রয়েছেন? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার পরয়ারদিগারতো সালাতের মুখাপেক্ষী নন। তখন ইরশাদ হল- “হে মুহাম্মাদ এই আয়াত পাঠ করুন (এখানে একটি আয়াত দেওয়া আছে)। সুতরাং আমার সালাতের অর্থ হল আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি রহমত। আর

আবু বকরের কণ্ঠস্বরের ঘটনা হল, আমি একজন ফেরেশতাকে আবু বকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, যে আপনাকে আবু বকরের কণ্ঠস্বরে ডাকবে। তাহলে আপনার অস্বস্তি দূর হবে এবং আপনি এতটা ভীত হবেন না যা আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।" - এই বর্ণনার ব্যাপারে মুহাদ্দিস শামী রহঃ বলেছেন যে, এগুলো নিঃসন্দেহে মিথ্যা। - *শরহুল মাওয়াহিব, যুরকানী ৮/২০০।* [মাসিক আল কাউসার, আগস্ট -২০০৬, পৃষ্ঠা-৭]

নামায, অযু ও আযান সংক্রান্ত প্রচলিত ভুল

প্রশ্নঃ অনেককে দেখা যায় যে, তারা মসজিদে গিয়ে ইমামকে সিজদা অবস্থায় দেখলে সে অবস্থায় ইমামের সাথে শরীক হয় না; বরং ইমামের দাঁড়ানোর অপেক্ষা করে এবং ইমাম সাহেব দাঁড়ালে তারপর নামাযে শরীক হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের একাজটি কেমন?

উত্তরঃ নিয়ম হল, মাসবুক ব্যক্তি ইমামকে যে অবস্থাতেই পাবে, তাকবীরে তাহরীমা বলে ততক্ষনাৎ ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা মসজিদে এসে যদি আমাদেরকে সিজদা অবস্থায় দেখ তাহলে তোমরাও সিজদা করবে তবে একে রাকাআত গন্য করবে না।' - *আবু দাউদ, ১/১২৯।*
তাই মসজিদে এসে ইমামকে সিজদা অবস্থায় দেখে সিজদায় শরীক না হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকা ঠিক নয়। - *সুনানে আবু দাউদ, ১/১২৯; জামে তিরমিযী ১/১৩০; ইলাউস সুনান ৪/৩৩৮-৩৪৯; ফাতহুল বারী ২/১৪০; বাযলুল মাজহুদ ২/৮৪।* [মাসিক আল কাউসার, নভেম্বর-২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৪]

প্রশ্নঃ মাসবুক ব্যক্তি নিজের ছুটে যাওয়া নামাযের জন্য কখন দাঁড়াবে? ইমামের দ্বিতীয় সালামের শুরুতে , নাকি উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর?- মাসবুক ব্যক্তি ইমামের উভয় সালামের পর নিজের ছুটে যাওয়া নামাযের জন্য দাঁড়াবে, এটিই উত্তম। - *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১/৩৪১; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৬৮; মাবসূতে সারাখসী ১/৩৫; আলবাহরুর রায়েক ১/৬৬৯।* [মাসিক আল কাউসার, অক্টোবর-নভেম্বর -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩২] এবং [মাসিক আল কাউসার, নভেম্বর -২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৩]

একটি ভুল আমাল

ইমামকে রুকুতে পেলে নিয়ম হল প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। তারপর দুহাত তুলে তাকবীর বলবে এবং হাত ছেড়ে দেবে। হাত বাঁধবে না। এরপর দাঁড়ানো থেকে তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনেকেই যে ভুলটা করে থাকে তা হচ্ছে প্রথমে তাকবীর বলে হাত বেঁধে দাঁড়ায়। এরপর তাকবীর বলে রুকুতে যায়। এখানে হাত বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই।

আবার অনেকে প্রথম তাকবীর বলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়না। রুকুতে যেতে যেতে তাকবীর বলে। এটা ভুল। কেননা তাকবীরে তাহরীমার জন্য দাঁড়ানো জরুরী। [মাসিক আল কাউসার, জুলাই-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৭]

একটি ভুল নিয়ম

চার রাকআতের সময় না থাকলে দুই রাকআতও না পড়া – হাদীস শরীফে এসেছে যে, "তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাকআত নামায পড়া ছাড়া না বসে।" *-সহীহ বুখারী, হাদীসঃ ৪৪৪*

এই নামাযের নাম তাহিয়্যাতুল মসজিদ। বিশেষ কিছু অবস্থা ছাড়া যখনই কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তো তার জন্য এই নামায পড়া মাসনূন। যেসব নামাযের আগে সুন্নতে মুয়াক্কাদা আছে তাতে ওই সুন্নত নামাযই তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা যখন মসজিদে জামাতে শরীক হওয়ার জন্য আসেন এবং দেখেন যে, চার রাকআত সুন্নত পড়ার সময় নেই (যেমন জোহর, আসর এবং ইশা- এর নামাযে), তখন কোন নামায না পড়ে বসে যান। অথচ কখনো কখনো দুই রাকআত নামায আদায় করার সময় থাকে। ইচ্ছে করলে তারা তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে পারতেন। নামাযের আগের সুন্নতের সময় না থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল অযুও পড়া যায় না এমন কোন মাসআলা ফিকহে ইসলামীতে নেই। এছাড়া আসর ও ইশার পূর্বের সুন্নত শুধু চার রাকআতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, চার রাকআতও হয় দুই রাকআতও হয়। [মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল-২০০৯, পৃষ্ঠা-৩০]

একটি ভুল মাসাআলা

অনেকের মুখে বলতে শোনা যায়, নামাযের যেকোন অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি আপন জায়গা থেকে নড়ে গেলে নামায ভেঙ্গে যায়। নামাযের জন্য এটি খুঁটি স্বরুপ।– এ ধারণাটি ভুল। বিষয়টি মূলত এমন নয়। বরং বিনা প্রয়োজনে নামাযে শরীরের যেকোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করাই মাকরূহ। এ ব্যাপারে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তবে পূর্ণ একটি সিজদা অবস্থায় যদি উভয় পা একসাথে উঠে থাকে তাহলে নামায ভেঙ্গে যাওয়ার কথা ফিকহের কিতাবাদিতে আছে। [মাসিক আল কাউসার, জানুয়ারি-২০০৬, পৃষ্ঠা-৪৬]

একটি ভুল আমাল

আযান ও ইকামতের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' এর পরে দরুদ শরীফ পড়া। - এটি একটি ভুল আমাল। সঠিক আমাল হল আযান ও ইকামতের মাঝে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' এর জবাবে হুবহু 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ'ই পড়বে। আযান শেষে দরূদ পড়ে আযানের মাসনূন দুআটি পড়বে। হাদীস শরীফে এরুপই বলা হয়েছে।– *সহীহ মুসলিম ১/৬৬; আহসানুল ফাতওয়া* ২/২৭৯। [মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৫, পৃষ্ঠা-২৯] এবং [মাসিক আল কাউসার, জানুয়ারি-২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৭]

এটি হাদীস নয়

পাগড়ীসহ দুরাকাত নামায, পাগড়ীবিহীন সত্তর রাকাআতের চেয়েও উত্তম। - এটি সহীহ নয়।
পাগড়ী আরবের একটি ঐতিহ্যবাহী পোষাক। ইসলামপূর্ব যুগেও আরবে এই পাগড়ীর ব্যবহার ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ী ব্যবহার করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও

তাবে-তাবেঈদের যুগেও পাগড়ীর ব্যপক ব্যবহার পাওয়া যায়। তারা এই পাগড়ী অভ্যাসগত এবং শুধু পোষাক হিসেবেই পরিধান করতেন।

তারা প্রায় সবসময়ই পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকতেন। বিশেষত কোন মজলিস বা অনুষ্ঠানে যেতে তারা পাগড়ীর প্রতি গুরুত্ব দিতেন। এমনিভাবে নামযেও তাদের মাথায় পাগড়ী থাকত। এমন নয় যে, শুধু নামাযেই পরতেন অথবা কেবলমাত্র ফরজ নামাযে। পাগড়ীকে এরূপ নামাযের সাথে নির্দিষ্ট করে নেওয়া, মূলত তার স্বাভাবিক ব্যবহাররীতির পরিপন্থি। - *ইমদাদুল ফাতওয়াঃ ১/২৫৭; নফউল মুফতী ওয়াসসায়েলঃ ২৪৪-২৪৬; আদ-দিআমা ফিল কালামি আলা আহাদিসী ওয়া আসারিল ইমামা।*

এই পাগড়ীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফজীলতপুর্ণ হাদীসের উদ্ভব ঘটেছে। তন্মধ্যে উপরোক্ত হাদীসটি অন্যতম। সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যেও এ হাদীসের যথেষ্ট চর্চা রয়েছে। মূলত তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস নয়; বরং তা মিথ্যুকদের বানানো জাল হাদীস।

ইমাম আহাম্মদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) এ উক্তিটির ব্যাপারে বলেনঃ “এটি একটি মিথ্যা ও বাতিল কথা।” – *শরহু জামেয়িত তিরমিযী, ইবনে রজব (রাহঃ)ঃ ২/৮৩ (পান্ডুলিপি)*

হাফেজ সাখাবী রাহঃ নামাযে পাগড়ী বাঁধার ফজীলত সম্বলিত যে তিনটি হাদীস প্রমাণিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত হাদীসটিও রয়েছে। - *আল-মাকাসিদুল হাসানাঃ ৩৪৬।*

যাইলুল মাকাসিদুল হাসানায় হাফেয সাখাবী রাহঃ-এর উক্তি উল্লেখপূর্বক বিস্তারিতভাবে সেগুলোর অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে। পাগড়ী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ *আদ-দিআমা ফিল কালামি আলা আহাদিসী ওয়া আসারিল ইমামা।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১২৯-১৩০]

এটি হাদীস নয়

যে ব্যাক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে আল্লাহ তায়ালা তার চল্লিশ বছরের নেক আমাল বরবাদ করে দিবেন।– এটি লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস নয়। আল্লামা সাগানী রহঃ (রিসালাত মাওযূয়াতঃ পৃষ্ঠা ৫) এবং আল্লামা কাউকজী রহঃ (আল লুউলুউল মারসূঃ পৃষ্ঠা ৭৮) একে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লা আলী কারী রহঃ, আল্লামা আজলূনী রহঃ এবং আল্লামা শাওকানী রহঃ ও সাগানী রহঃ এর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। (প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১২৬)

এ বিষয়ে আরেকটি জাল হাদীস- **মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে।** এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস নয়। আল্লামা সাফফারীনী রহঃ বলেন এটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। হাফেয ইরাকী রহঃ বলেছেন যে, তিনি এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাননি।– *গিযাউল আলবাব শরহু মানযূমাতিল আদাব ২/২৫৭- আলমাসনূ ৯৩ (টীকা); ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৩১।*

আল্লাহর ঘর মসজিদ হল পৃথিবীর সর্বোতকৃষ্ট স্থান। মসজিদের ভিত্তিই হল নামাযের জন্য এবং যিকির, তালীম ও অন্যান্য দ্বীনী আমালের জন্যে। একে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া হারাম। তবে কোন দ্বীনী কাজের উদ্দেশ্যে

অথবা কোন উযরবশত আরামের জন্য মসজিদে যাওয়ার পর প্রসংগক্রমে দুনিয়াবী কোন বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয। এর বৈধতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমাল দ্বারা প্রমাণিত। - *সহীহ বুখারী ১/৬৩,৬৪,৬৫; মুসাফফা-রুদ্দুল মুহতার ১/৬৬২।* [মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৬]

এটি হাদীস নয়

যে ব্যাক্তি আযানের সময় কথা বলবে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা আছে।- একথাটি কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লামা সাগানী রহঃ একে জাল বলেছেন।- *রিসালাত মাওযূয়াতঃ পৃষ্ঠা ১২; কাশফুল খাফা ২/২২৬,২৪০।* [মাসিক আল কাউসার, ডিসেম্বর-২০০৫, পৃষ্ঠা-৪৫]

একটি ভুল আমাল

ঈদুল আযহার সময় ফরজ নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক (আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লালাহু, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহীল হামদ) তিনবার পড়া। - এটি ঠিক নয়। তাকবীরে তাশরীক প্রত্যেক নামাযের পর একবার পড়তে হবে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন থেকে তাকবীরে তাশরীক একবার বলাই প্রমানিত। একাধিকবার বলার কোন প্রমাণ নেই। এজন্যই বহু ফিকহ্‌বিদ একবার পড়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি নির্ভরযোগ্য অনেক ফিকহ্‌গ্রন্থ যেমন মাজমাউল আনহুর, হাশিয়াতুত্তাহ্‌তাবী আলাল মারাকী, রুদ্দুল মুহতার ইত্যাদিতে একাধিকবার পড়াকে সুন্নত পরিপন্থী বলা হয়েছে। তাই এধারণা ঠিক নয় যে, তাকবীরে তাশরীক তিনবার বলা সুন্নত; বরং একাবার বলাই নিয়ম। - *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ২/৭২; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/২২৭; তাতারখানিয়া ২/১০৩; তাহতাবী আলাল মারাকী ২৯৪।* [মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩১] এবং [মাসিক আল কাউসার, আগস্ট -২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৫]

একটি ভুল মাসআলা

অযু করার পর যদি হাঁটুর কাপড় সরে যায় তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। - এই ভুল মাসআলাটি কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। এটা ঠিক যে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঢেকে রাখা জরুরি। এদিকেও খেয়াল রাখা উচিত যে, পা ধোয়ার সময় বা অন্য কোন সময় যেন হাঁটু থেকে কাপড় সরে না যায়। কিন্তু কোন সময় কাপড় সরে গেলে অযু ভেঙ্গে যাবে একথা ঠিক নয়। কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব যেমন বেহেশতী জেওর ইত্যাদি থেকে অযুভঙ্গের কারণসমুহ মুখস্ত করে নেওয়া উচিত। [মাসিক আল কাউসার, মার্চ -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩৫]

একটি ভুল আমাল

নামাযের আগে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে এই দুআ পড়া- **আল্লাহুম্মা ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়ায হিয়া লিল্লাযি ফাতারাস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ হানীফা ওমা আনা মিনাল মুশরিকীন** – এটি সঠিক নয়। জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নামায শুরুর আগে এই দুআ পড়ার প্রচলনটি ঠিক নয়। এই সময় এই দুআ পড়াটা শরীয়তের কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। জায়নামাযের দুআ বলতে শরীয়তে কিছু নেই। অবশ্য উপরোক্ত দুআটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তাহাজ্জুদের নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর পড়তেন বলে প্রমাণিত আছে। - *সহীহ মুসলিম ১/২৬৩; আলবাহরুর রায়েক*

১/৩১০; তাহতাবী আলাল মারাকী ১/২৫১; বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৭১; ইলাউস সুনান ২/২০৬। [মাসিক আল কাউসার, মে-জুন -২০০৬, পৃষ্ঠা-২৪]; [মাসিক আল কাউসার, জুলাই -২০০৭, পৃষ্ঠা-৩১] এবং [মাসিক আল কাউসার, মার্চ -২০০৯, পৃষ্ঠা-৩২]

এটি হাদীস নয়

ওযুতে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুআ রয়েছে। - এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ওযুর সময়ের ও ওযুর পরের বিভিন্ন দুআ সহীহ হাদীসে এসেছে, যা প্রসিদ্ধ ও সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কোন কোন অযীফার বইয়ে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার যে ভিন্ন ভিন্ন দুআ বিদ্যমান রয়েছে তা কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এজন্য এই দুআগুলোকে 'মাছুর' ও 'মাছনূন' দুআ মনে করা ভুল। তবে দুআগুলোর অর্থ যেহেতু ভালো তাই কেউ যদি শুধু দুআ হিসেবে ওযুর সময় কিংবা অন্য কোন সময় অর্থের দিকে খেয়াল করে পড়ে তবে তা নাজায়েযও হবে না। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এগুলোকে হাদীসের দুআ মনে করা কিংবা ওযুর মাসনূন দুআ মনে করা ভুল। - *আল আযকার, নববী, আল ফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ শরহুল আযকারিন নাবাবিয়্যাহ, ইবনে আল্লান ২/২৭-৩০; আততালখীসুল হাবীর ১/১০০; আসসিয়ায়াহ ফী কাশফি মা ফী শরহিল বিকায়াহ ১/১৮১-১৮৩।* [মাসিক আল কাউসার, আগস্ট-২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৭]

এটি হাদীস নয়

আস্সালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন (নামায মুমিনের মিরাজ) – এই কথাটা একটা প্রসিদ্ধ উক্তি। কেউ কেউ একে হাদীস মনে করে থাকেন। কিন্তু হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব সমুহে এটি পাওয়া যায় না। তবে একথাটির মর্ম বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আহরণ করা যায়। এ জন্য এ কথাটি একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হিসেবেই বলা উচিত, হাদীস হিসেবে নয়। হাদীস বলতে হলে নিম্নোক্ত কোন সহীহ হাদীস উল্লেখ করা যায়- "মুমিন যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে।" – *সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৩।*

"তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সঙ্গে একান্তে কথা বলে, যতক্ষন সে তার জায়নামাযে থাকে।" - *সহীহ বুখারী, হাদীস ৪২৬।* [মাসিক আল কাউসার, আগস্ট-২০০৮, পৃষ্ঠা-৪১]

একটি ভুল বিশ্বাস

কেউ যদি শুধু কুর'আন শরীফ পড়ার নিয়তে অজু করে তাহলে ওই অজু দ্বারা নাময পড়া জায়েয নয়।– এটি একটি ভুল বিশ্বাস। কুর'আন শরীফ পড়ার নিয়তে অজু করলে ওই অজু দ্বারা নাময পড়াও জায়েয। এমনকি যেকোন নিয়তে কিংবা বিনা নিয়তে অজু করলেও সেই অজু দিয়ে নামায পড়া জায়েয।- [মাসিক আল কাউসার, ডিসেম্বর -২০০৬, পৃষ্ঠা-২৮]

প্রশ্নঃ অজুর শেষে হাত মুখ মুছা সম্পর্কে অনেকে নিষেধ করেন, আবার অনেকে বলেন যে, মুছলে কোন সমস্যা হবে না। প্রশ্ন হল- অজুর পর হাত মুখ মুছলে কোন সমস্যা হবে কি? বা অজুর সওয়াব কমে যাবে কি?- অজুর পরে হাত মুখ মুছলে কোন সমস্যা নেই এবং একারণে অজুর সওয়াবও কম হবেনা। অজুর পর কাপড় দিয়ে পানি মুছে নেওয়া সাহাবা, তাবেয়ীন থেকে প্রমাণিত রয়েছে। - *সুনানে তিরমিযী ১/৭৪; সুনানে বায়হাকী ১/২৩৬; উমদাতুল কারী ৩/১৭৪; ফাতহুল বারী ২/৪৩২; মাআরিফুস*

সুনান ১/২০২; আল মুগনী ১/১৯৫; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৩৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২। [মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল -২০০৭, পৃষ্ঠা-২৭] এবং [মাসিক আল কাউসার, মার্চ -২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৪]

সালাম-মুসাফাহা সংক্রান্ত প্রচলিত ভুল

এটি হাদীস নয়

যে ব্যাক্তি আগে সালাম দিবে সে ৯০ সওয়াব পাবে, আর যে উত্তর দিবে সে ৩০ সওয়াব (অথবা ১০) পাবে।- উপরোক্ত কথাটি প্রসিদ্ধ হলেও হাদীসের কিতাবে তা খুঁজে পাওয়া যায়না। হাদীসে এব্যাপারে যা বর্ণিত আছে তার সারকথা হল, সালামের প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে দশটি করে সওয়াব পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে একটি হাদীস নীম্নে দেওয়া হলঃ

“এক ব্যাক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। তারপর লোকটি বসল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ১০ সওয়াব । এরপর আরেক ব্যাক্তি আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিলেন। তারপর লোকটি বসল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ২০ সওয়াব । অর্থাৎ সে সালামের বিনিময়ে ২০টি সওয়াব পাবে। এরপর আরেক ব্যাক্তি আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর দিলেন। তারপর লোকটি বসল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ৩০ সওয়াব। অর্থাৎ সে সালামের বিনিময়ে ৩০টি সওয়াব পাবে.” *সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৯৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৯।*

এ বিষয়ের অন্যান্য হাদীস জানার জন্য দেখা যেতে পারে- *আততারগীব ওয়াততারহীব, ৩/৪২৮-৪২৯; রিয়াদুস সালিহীন, ২/২৫২-২৬৫।* [মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল-২০০৫, পৃষ্ঠা-২৫] এবং [মাসিক আল কাউসার, মে-২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৫]

একটি ভুল আমাল

সালামের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে “ওয়াবারাকাতুহু” এর পরে অনেকে “ওয়ামাগফিরাতুহু/ ওয়া জান্নাতু” বা এ জাতীয় অন্য বাক্য বৃদ্ধি করে থাকে। - এটি একটি ভুল আমাল। পূর্ণ সালাম হল আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু এবং পূর্ণ উত্তর হল ‘ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু’। সালামের সাথে ‘ওয়াবারাকাতুহু’ এর পরে আরো অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোন কোন বর্ণনায় ‘ওয়াবারাকাতুহু’ এর পরে কিছু বাড়ানোর কথাও আছে। কিন্তু সেগুলো সনদের বর্ণনা সূত্রের নিরিখে সহীহ নয়। সুতরাং ‘ওয়াবারাকাতুহু’ এর পরে নিজ থেকে কিছু বাড়ানো ঠিক নয়। - *সূরা হুদ-তাফসীরে কুরতুবী ৯/৭১; তবারানী, আওসাত, হাদীস ৭৮৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৭০; মিরকাত শরহে মিশকাত ৯/৫৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৪১৫; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলা ১১৭।* [মাসিক আল কাউসার, আগস্ট -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩০] এবং [মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর -২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৩]

আমাদের দেশে অনেককেই দেখা যায় তারা বিদায়ের সময় বা চলে যাওয়ার সময় 'খোদা হাফেয' (বা আল্লাহ হাফেয) বলে থাকে। বিদায়ের সময় এটা বলা কি ঠিক? বিদায়ের সময়ের সুন্নত আমাল কী?

-- সাক্ষাতের সময় যেমন সালাম দেয়া সুন্নত, তেমনি বিদায়ের সময়ও সালাম দিয়ে বিদায় নেওয়া সুন্নত। এসম্পর্কে একাধিক হাদীস আছে। যেমন হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন- " যখন তোমাদের কেউ কোন মজলিসে পৌঁছবে তখন সালাম দিবে। যদি অনুমতি পাওয়া যায় তবে বসে পড়বে। এরপর যখন মজলিস ত্যাগ করবে তখনও সালাম দিবে। কারন প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপুর্ন নয়। অর্থাৎ উভয়টির গুরুত্ব সমান." – *জামে তিরমিযী ২/১০০*

সুতরাং বিদায়ের সময়ও ইসলামের আদর্শ এবং সুন্নত হল সালাম দেয়া। তাই সালামের স্থলে বা এর বিকল্প হিসেবে 'খোদা হাফেয' (বা আল্লাহ হাফেয) বা এ জাতীয় কোন কিছু বলা যাবেনা। অবশ্য সালামের আগে পৃথক ভাবে দুয়া হিসেবে 'খোদা হাফেয' (বা আল্লাহ হাফেয) বলা দোষের কিছু নেই।

আরো দেখা যেতে পারে, *শুআবুল ইমান ৬/৪৪৮; সুনানে আবু দাউদ ১৩/৭০৭; মিন আদাবিল ইসলাম, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহঃ ১৩; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৪৯১।* [মাসিক আল কাউসার, মার্চ-২০০৫, পৃষ্ঠা-২৮]

সালাম দেওয়ার একটি ভুল পদ্ধতি

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করার ক্ষেত্রে দেখা যায় বক্তাগণ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সূদীর্ঘ বন্দনার অবতারনা করার পর সালাম দেন। এ রীতিটি ভুল। যেমন বলে থাকেন, "মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মাননীয় পরিচালক, মান্যগণ্য অমুক অমুক সাহেব ও আমার শ্রোতাবন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম।" নিয়ম হল শ্রোতাদের মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে সালাম দেওয়া। সাক্ষাতের নিয়মাবলির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সালামের কথাই বলা হয়েছে। [মাসিক আল কাউসার, মে-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৫]

প্রশ্নঃ দুজন মহিলার পরস্পর সাক্ষাতে সালাম ও মুসাফাহা করার বিধান আছে কি?

সালাম মুসাফাহার বিধান শুধু পুরুষের জন্য নয়। এগুলো যেমন দুজন পুরুষের পরস্পর সাক্ষাতের সময় সুন্নত তেমনি দুজন মহিলার বেলায়ও সুন্নত। *সহীহ বুখারী ২/৯১৯, ২/৯২৬, ফাতহুল বারী ১১/৫৭; আদ্দুরুল মুখতার ৬/৩৬৮।* [মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি-২০০৬, পৃষ্ঠা-২৭]

একটি ভুল রীতি

কোন কোন মানুষকে সালাম বা মুসাফাহার পর নিজ বুকে হাত রাখতে দেখা যায়। এটি একটি ভুল রীতি। একাজটিকে যদি সালাম-মুসাফাহার সুন্নত নিয়মের অংশ মনে করা হয় তাহলে এটি বিদআত; আর এমনি করা হলে এটা একটা অনর্থক কাজ। মহব্বতের প্রকাশ তো সালাম-মুসাফাহার মাধ্যমেই হয়ে গেল। বাড়তি কিছুর তো প্রয়োজন নেই। মোটকথা এটি সংশোধন যোগ্য। [মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩৭]

বিদায়ী জুমুআ সংক্রান্ত প্রচলিত ভুল

এটি হাদীস নয়

বিদায়ী জুমুআয় উমরী কাযার সওয়াব- **"যে ব্যক্তি রমযান মাসের শেষ জুমুআয় ফরজ নামাযের মধ্য থেকে যেকোন একটি কাযা নামায আদায় করবে, সেটি তার জীবনের সত্তর বছরের কাযা নামযের জন্য যথেষ্ট হবে।"** – অনেকের নিকট এটি উমরী কাযার হাদীস নামেও প্রসিদ্ধ। মূলত এটি জাল হাদীস বৈ কিছুই নয়। মোল্লা আলী কারী রহঃ বলেন- "এটি নিশ্চিত বাতিল কথা; কেননা এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে যে, কোন একটি ইবাদত বহু বছরের অনাদায়কৃত ইবাদতের বদল হতে পারে না।"- *আল মাসনূঃ ১৯১; আল মাওযূআতুল কুবরাঃ ১২৫।*

এই উমরী কাযার হাদীস সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী রহঃ বলেন- "নিঃসন্দেহে এটি জাল হাদীস।" – *আল ফাওয়াইদুল মাজমূআঃ ৫৪; আল আসারুল মারফূআঃ ৮৫।*

আল্লামা আজলুনী এবং আল্লামা কাউকজী রহঃ ও একে জাল ও ভিত্তিহীন বলেছেন। - *কাশফুল খাফাঃ ২/২৭২, আল লুউলুউল মারসূঃ ৯১।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১১৭-১১৯]

রমযানের শেষ জুমুআর নামায সম্পর্কে আরও দুটি জাল হাদীসঃ

একঃ যে ব্যক্তি রমযানের শেষ জুমুআয় যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়বে, তা তার সারা জীবনের কাযা নামাযের কাফফারা হয়ে যাবে। - এটিও জাল হাদীস। - *রদউল ইখওয়ানঃ ৪১-৪৪; আত তালীকাতুল হাফেলা আলাল আজবিবাতিল ফাযেলাঃ ৩২।*

দুইঃ যার এত অধিক সংখ্যক নামায কাযা হয়েছে যে, তার রাকাআত সংখ্যা জানা নাই, সে যেন জুমুআর দিনে এক সালামে চার রাকাআত নফল নামায পড়ে নেয়, যার প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সাত বার আয়তুল কূরসী, পনের বার সূরা কাউসার পড়বে। এর দ্বারা সাতশ বছরের নামায কাযা হয়ে থাকলেও উক্ত নামায তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। এ কথা শুনে সাহাবীরা বললেন, মানুষ তো সত্তর/আশি বছর হায়াত পেয়ে থাকে? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, তার নিজের, পিতামাতার ও সন্তানদের কাযা নামাযের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। - এটিও একটি স্পষ্ট জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত। তথাপি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- *রদউল ইখওয়ানঃ ৪১-৪৪; আত তালীকাতুল হাফেলা আলাল আজবিবাতিল ফাযেলাঃ ৩১-৩২।*

* জুমুআতুল বিদার আজগুবি বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুনঃ *রদউল ইখওয়ান আন মুহদাসাতি আখিরী জুমুআতি রমযান।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১১৭-১১৯]

অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রচলিত ভুল

এটি হাদীস নয়

“দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অন্বেষণ কর ।”- ইসলামে ইল্‌মে দ্বীন অন্বেষণের যথেস্ট গুরুত্ব আছে। তাই বিভিন্নভাবে ইল্‌ম অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে **“দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর”** কথাটি একটি প্রবাদ ও হিতোপদেশ মাত্র। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস নয়। যদিও অনেকের নিকট তা হাদিস হিসেবেই প্রসিদ্ধ।

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহঃ এ সম্পর্কে বলেনঃ “ এটি হাদীসে নববী নয়; বরং একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। এটিকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)এর প্রতি সম্বন্ধিত করা মোটেও বৈধ হবেনা। কেননা তার প্রতি কেবল সেটাকেই সম্বন্ধিত করা যাবে যা তিনি বলেছেন, করেছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন। যে কোন কথা ভাল মনে হলেই তাকে হাদীছে রাসুল বলা জায়েয হবেনা; যদিও কথাটি সঠিক হোকনা কেন। কেননা একথা সন্দেহ নাই যে, সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য। কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথাই হাদীসে নববী নয়। বিষয়টি ভালভাবে বোঝা উচিত। - *কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা ৩০ (টীকা)।* [মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৯]

ভুল উচ্চারণ

খাইরুল/ শফিকুল ইত্যাদি এ ধরনের উচ্চারণ ভুল। সাধারণত খাইরুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম থেকে সংক্ষেপ করে এভাবে ডাকা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এখানে ‘আল’ হল দ্বিতীয় শব্দের অংশ (শফিক আল-ইসলাম)। দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ না করে শুধু ‘আল’ (শফিক আল > শফিকুল) উচ্চারণ করাটা অনর্থক। এধরনের আরো কিছু শব্দ যেমন আশরাফুল, সাইফুল, এনামুল, আব্দুল ইত্যাদি। [মাসিক আল কাউসার, মার্চ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৩]

বলার ভুল

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া – একথাটি ভুল। মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষ ব্যাক্তির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে – *অমুক ব্যাক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।* এভাবে বলা ভুল। পাঞ্জা লড়ার বিষয়টি সাধারণত সমশক্তিসম্পন্নদের মাঝে হতে হয়, যেখানে হারজিত উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারটি এরকম নয়। মৃত্যু হল সরাসরি আল্লহ তায়ালার হুকুম। এর সাথে একজন দুর্বল মানুষের পাঞ্জা লড়ার প্রশ্নই আসেনা। কোন মুসলমান এ বিশ্বাসও রাখেন না। অসাবধানতার কারনে একথা মুখে চলে আসে, যা পরিহার করা জরুরি। [মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৫]

একটি ভুল প্রবাদ

মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে? – এ প্রবাদটি ভুল এবং একটি ভুল বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এ প্রবাদটি প্রচলিত। অনেকে রাগে বা অভিমান করে বলে ফেলেন *‘তুমি একাজ না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি?’* মহাভারত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ, যা মূলেই ভুল ও অশুদ্ধ। কিন্তু এ প্রবাদটি ব্যবহার করে প্রকারান্তরে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, মহাভারত সহীহশুদ্ধ গ্রন্থ। তুমি একাজ না করলেও

মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। একজন মুসলমানের জন্য এ প্রবাদটি অবশ্যই পরিহারযোগ্য। [মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৫]

এটি হাদীস নয়

প্রতি চল্লিশ জনে (সমবেত জামায়াতে) একজন আল্লাহর ওলী থাকেন। - প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে আবিল ইযয রহঃ বলেন- "এটির কোন ভিত্তি নেই। আর কথাটিও বাতিল। কেননা কখনো গোটা জামায়াতই হয় বে-দ্বীন, ফাসেক।" মোল্লা আলী ক্বারী রহঃ ও অনুরুপ মত ব্যক্ত করেন এবং বলেন- "এটি একটি বাতিল কথা এবং এর কোন ভিত্তিই নেই।" – *শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়া ৩৪৭-৩৪৮; আলমাসনূ ১৬১; আলমাওয়ুয়াতুল কুবরা ১০৬; কাশফুল খাফা ২/১৯৪।* [মাসিক আল কাউসার, জুলাই-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৭]

একটি ভুল বিশ্বাস

আসহাবে কাহাফের কুকুর এবং হজরত সুলাইমান (আঃ) কে যে পিপীলিকা সম্মান করেছিল তারা জান্নাতে যাবে। - এটি একটি ভুল বিশ্বাস। ওই কুকুর এবং পিপীলিকা'র জান্নাতে যাওয়া সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। তাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া এ কথা বিশ্বাস করা যাবেনা। - *তাফসীরে রুহুল মাআনী ১৫/২২৬।* [মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩২]

একটি ভুল ধারণা

'আবাবীল' শব্দের একটি ভুল অর্থ আমাদের অনেকের মনেই আছে। মনে করা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে পাখীগুলোর মাধ্যমে আবরাহা বাদশার হস্তি বাহিনীকে ধংস করেছিলেন, সে পাখীগুলোর নাম ছিল 'আবাবীল'। ব্যাপারটি আসলে এরকম নয়। 'আবাবীল' কোন বিশেষ পাখীর নাম নয়। বরং 'আবাবীল' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ঝাঁক' বা 'ঝাঁকে ঝাঁকে'। সূরা ফীলের মাঝে বলা হয়েছে 'ত্বাইরান আবাবীল' যার অর্থ হচ্ছে 'পাখীর ঝাঁক' বা 'ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী'। [মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৬] এবং [মাসিক আল কাউসার, মে-২০০৯, পৃষ্ঠা-৩০]

এটি হাদীস নয়

'আহারের শুরুতে ও শেষ লবণ দিয়ে কর। কারণ লবণ সত্তরটি রোগের ওষুধ।'- হাদীস হিসেবে এর যথেষ্ট জনশ্রুতি আছে। কিন্তু বাস্তবে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস নয়। এটা একটা জাল বর্ণনা।

ইমাম বায়হাকী, ইবনুল জাওযী, ইবনুল কায়্যিম, হাফেয সুয়ূতী এবং আল্লামা ইবনে আবরাক রহঃ প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একে জাল বলেছেন।– *দালায়েলুন নুবুওওয়া ৭/২২৯; আলমানারুল মুনীফ ৫৫; আললায়ালিল মাসনূয়া ২/৩৭৪-৩৭৫; তানযীহুশ শরীয়া ২/৪৩, ৩৩৯।*

কেউ কেউ বর্ণনাটিকে এভাবেও বলে থাকে- **'যে ব্যাক্তি খাবারের আগে ও পরে লবণ খায় সে তিনশত ষাটটি রোগ হতে নিরাপদ থাকে। এরমধ্যে সর্বনিম্ন হল কুষ্ঠ ও ধবল।'**- এটিও হাদীস নয়। সম্পূর্ণ জাল ও ভিত্তিহীন কথা। হাফেয সুয়ূতী রহঃ এবং আল্লামা ইবনে আবরাক রহঃ একে জাল

বলেছেন। *যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১৪২; আলমাসনূ ৭৪ (টীকা) তানযীহুশ শরীয়া ২/২৬৬।* [মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩৮]

একটি ভুল প্রচলন

কোন কোন মানুষ দস্তরখান লাল রঙের হওয়াকে পছন্দ করেন এবং এটা খুব সওয়াবের কাজ (সুন্নত) মনে করেন। এই ধারণা অমূলক। এর কোন ভিত্তি নেই। এ প্রসঙ্গে কোন কোন মানুষের মুখে যে রেওয়ায়াত শোনা যায় তাও একদম ভিত্তিহীন। [মাসিক আল কাউসার, মার্চ -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩৫]

একটি পরিহারযোগ্য আমাল

মোবাইলের রিংটোন হিসাবে যিকির, তাসবীহ (বা কুর'আন তেলাওয়াত) ব্যবহার করা। - এটি অবশ্যই পরিহারযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা যেমন মহান ও সকল সম্মানের আধার, তেমনি তাঁর তাসবীহ, যিকির (অথবা কুর'আনের আয়াত) একমাত্র তাঁর স্মরণেই এবং তাঁকে রাজিখুশি করার উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হতে হবে। তবেই কেবল যিকিরের মর্যাদা আদায় হবে।

সুতরাং মোবাইলের কল এসেছে এটি বুঝানোর জন্য রিংটোন হিসেবে যিকির, তাসবীহ, তেলাওয়াতের ব্যবহার মূলত এগুলোর অসম্মানি করা। যেখানে ফিকহ্‌বিদগণ প্রহরি জাগ্রত আছে একথা বুঝানোর জন্য উচ্চস্বরে তাসবীহ পড়তে নিষেধ করেছেন, সেখানে রিংটোন হিসেবে যিকির, তাসবীহ (বা কুরআন তেলাওয়াতের) ব্যবহার যে নিষিদ্ধ তা বলাই বাহুল্য।

তা ছাড়া এতে আরো ক্ষতি আছে। যেমন, এ মোবাইল টয়লেটে নিয়ে গেলে এবং তখন রিং আসলে আল্লাহু আকবার, বা কোন যিকির (বা কুর'আনের তেলাওয়াত) বেজে উঠবে। (আবার কুর'আন তেলাওয়াতের মাঝখানে কল রিসিভ করলে আয়াতের অর্থেরও পরিবর্তন হতে পারে।)

মোটকথা এতে আল্লাহ তায়ালার মহান নাম (ও কালাম) রিংটোন ও ইনফরমেশনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে এ পবিত্র নামের (ও কালামের) অসম্মানি ও অপাত্রে ব্যবহার সুস্পষ্ট। তাই সকল মুসলমানের জন্য এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। - *ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩১৫।* [মাসিক আল কাউসার, মে-জুন -২০০৬, পৃষ্ঠা-২৭] এবং [মাসিক আল কাউসার ফেব্রুয়ারি-২০০৭, পৃষ্ঠা-২৯-৩০]

এটি হাদীস নয়

কতক লোককে বলতে শোনা যায় এবং কেউ কেউ একে হাদীসও মনে করে থাকে যে, মদীনা মক্কা থেকে উত্তম। অথচ এটা কোন হাদীস নয় এবং কোন দলীল দ্বারাও এটা প্রমাণিত নয়; বরং দলীল প্রমাণ দ্বারা মক্কার শ্রেষ্ঠত্বই সুপ্রমাণিত। - *মীযানুল ইতিদাল ৩/৫৯৬; লিসানুল মীযান ৭/২৮৬।* [মাসিক আল কাউসার, মে-জুন -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩৫]

একটি ভুল ধারণা

প্রত্যেকের সাথে আমালনামা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব যে ফেরেশতাদের উপর তাঁদের ব্যাপারে কারো কারো মাঝে এমন ধারণা রয়েছে যে, নেক আমাল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের নাম 'কিরামান' আর বদ আমাল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের নাম 'কাতিবীন'। - এমন ধারণা সঠিক নয়। কারণ **কিরামান** শব্দের অর্থ সম্মানিতগণ এবং **কাতিবীন** শব্দের অর্থ লেখকগণ। তাই উভয় শব্দ নেক আমাল ও বদ

আমাল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ হিসেবে প্রযোজ্য। এটি তাদের নাম নয়। [মাসিক আল কাউসার, আগস্ট -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩৭]

এটি হাদীস নয়

দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় যদিও সে কাফের হোক। - এটি হাদীস নয়, অতি উৎসাহী কোন ব্যক্তির উক্তি। খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহঃকে এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এটি হাদীস কি না। তিনি বলেছিলেন, এটি হাদীস নয়; কারো উক্তি। - *ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ ১০৩; তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত ৩/১২৭-১২৮।*

আর উক্তিটিও সহীহ নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালার নিকট ওই দানই গ্রহণযোগ্য যা ঈমান ও ইখলাসের সাথে হয়ে থাকে। ঈমান ও ইখলাসশূণ্য লোকদের দান-খয়রাত ও নেক আমালের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- "আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবো। এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দিব।"- *সূরা ফুরকান ২৩।*

কারো কারো মুখে উক্তিটি এমনও শোনা যায় – **দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় যদিও সে পাপী হোক।** - এটিও হাদীস নয় আর কথাটিও সহীহ নয়। কেননা পাপ আর আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া একত্র হতে পারেনা। [মাসিক আল কাউসার, আগস্ট -২০০৬, পৃষ্ঠা-৩৭]

প্রশ্নঃ মানুষ মৃত্যুর আগে খতমে তাহলীল (সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়েবা) পড়ে রাখে এবং বলে এটা আমার মৃত্যুর পর কাজে আসবে। আবার অনেকে মৃত ব্যক্তির জন্য পড়ায়। এতে নাকি সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। জানার বিষয় হল, এ আমালটি কতটুকু সহীহ এবং এ বিষয়ে কুর'আন-হাদীসে কী আছে?- সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়েবা পাঠ করলে বা মৃত ব্যক্তির নামে প্রেরণ করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ হয় – এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। শাইখ ইবনে তাইমিয়া রহঃ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এটি সহীহ বা যয়ীফ কোন সনদেই বর্ণিত নেই।"- *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৪/৩২৩*

উল্লেখ্য, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ এবং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এটি সবচেয়ে উত্তম যিকির। তা নিজের জন্যেও পড়া যেতে পারে এবং অন্য কোন মৃতের ঈসালে সওয়াবের জন্যেও। কিন্তু এ নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং উক্ত সওয়াবের কথা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসও নয়। [মাসিক আল কাউসার, জানুয়ারি -২০০৭, পৃষ্ঠা-৩০]

শিক্ষার নামে!

সরকারি কারিকুলাম ও টেক্সট বোর্ড প্রণীত ইন্টারের "English for Today" নামক ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত অনুচ্ছেদে আছে – "The Prophet Mohammad (Sm) equated one literate non-believer with ten illiterate believers"- কোনো কোনো নোট বইয়ে এ বাক্যটির সাথে আরও সংযুক্ত করা হয়েছে "Although He himself was not literate." Believer শব্দটির অর্থ বিশ্বাসী, সহজ কথায় মুমিন বা ঈমানদার। পুরো বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়- **"মহানবী (সাঃ) একজন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষিত কাফিরকে দশজন নিরক্ষর মুমিনের সমান**

বিবেচনা করেন। যদিও তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন।"- এটি একটি জাল হাদীস। শিক্ষার গুরুত্ব বয়ান করতে গিয়ে উপরোক্ত কথায় মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও মিশন ঈমানের মহান দৌলতকে অতি স্পষ্ট ও জঘন্যভাবে খাটো করা হয়েছে। আর এ জালিয়াতি করা হয়েছে মহানবী (সাঃ) এর নামে! কেননা, এমন কথা না হাদীসে আছে, আর না এমন অবাস্তব কথা তার বাণী হতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত ইলম হল যা মানুষকে তার খালিক ও মালিক আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দেয় এবং যা ইনসানকে ইনসানিয়াত শেখায়। এই ইলম যার আছে সে নিরক্ষর হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে জাহিল বা মূর্খ নয়। অন্যদিকে কারও যদি অক্ষরজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে জগতের সকল শাস্ত্রের জ্ঞান থাকে কিন্তু আল্লাহর পরচয় ও ইনসানিয়াতের জ্ঞান না থাকে, তবে সে জগদ্বাসীর কাছে পন্ডিত বিবেচিত হলেও আল্লাহর কাছে খালিছ জাহিল বা মূর্খ হিসেবে পরিগণিত।

বইয়ের একই ইউনিটে লেসন টু অর্থাৎ ১৮০ পৃষ্ঠায় আরেকটি জাল ও ভিত্তিহীন কথাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 'হাদীস' হিসেবে লিখা হয়েছে- "The ink of the scholar is holier than blood of the martyr" অর্থাৎ **'জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও বেশী পবিত্র।'** হাদীস বিশারদরা প্রায় সকলেই একমত যে, একথাটি হাদীস নয়, এটি একটি জাল বর্ণনা। - *তারীখে বাগদাদ ২/১৯৪, মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৯৮; তাজকিরাতুল মাওজুয়াত ২/৩৬৯; আলআসারুল মারফুআ ২০৭; কাশফুল খাফা ২/২০০; আলমাকাসিদুল হাসানা ৫৯৫।*

পাঠক শুনে বিস্মিত হবেন যে, এমন দুইটি স্পষ্ট জাল বর্ণনায় সমৃদ্ধ বইটি মাদরাসা বোর্ডের আলিম শ্রেণীরও পাঠ্য বই। [মাসিক আল কাউসার, মে -২০০৭, পৃষ্ঠা-৩১] এবং [মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর -২০০৭, পৃষ্ঠা-৩২]

প্রশ্নঃ মোমবাতি বা কুপিবাতি নিভানোর সুন্নত তরীকা কী? ফুঁ দিয়ে নিভানো নাকি সুন্নত-পরিপন্থি। হাত দিয়ে বা অন্য কিছুর বাতাস দিয়ে নিভাতে হবে। এটা কতটুকু সঠিক?- মোমবাতি বা কুপিবাতি নিভানোর বিশেষ কোন সুন্নত পদ্ধতি নেই। বরং যেভাবে নিভানো সহজ হয় সেভাবেই নিভানো যাবে। "ফুঁ দিয়ে নিভানো সুন্নত পরিপন্থি"- কথাটি ঠিক নয়। [মাসিক আল কাউসার, জুলাই -২০০৭, পৃষ্ঠা-২৬]

এটি কি হাদীস?

দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার- হযরত আদম (আঃ) থেকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) পর্যন্ত কতজন নবী এসেছেন? আসলে এর সংখ্যা জানা অপরিহার্য নয়। তাছাড়া এ সম্পর্কে রেওয়ায়েতও বিভিন্ন ধরনের। তবে একটি সংখ্যা এ প্রসঙ্গে অর্থাৎ দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারও উল্লেখ করা হয়। প্রশ্ন হল এই সংখ্যা কোন রেওয়ায়েতে এসেছে কিনা?- এটি জানার জন্য অনেক তালাশ করার পর পাওয়া গেল, মোল্লা আলী কারী রহঃ এর 'ইকদুল ফারাইদ ফী তাখরীজ আহাদীছি শরহিল আকাইদ'- গ্রন্থে (ক্রমিক নং ৩৭) এ উক্তি আছে যে, হাফেয জালালী রাহঃ বলেছেন- 'এ কথা আমি কোন রেওয়ায়েতে পাইনি।' [মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৮, পৃষ্ঠা-২৮]

এটি হাদীস নয়

আশুরার দিন (দশই মুহাররম) কিয়ামত হবে- এই কথাটি ঠিক নয়। যে বর্ণনায় আশুরার দিন কিয়ামত হওয়ার কথা এসেছে তা হাদীস বিশারদদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভিত্তিহীন, জাল। আল্লামা আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী রহঃ ওই বর্ণনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, *'এটা নিঃসন্দেহে মওযূ বর্ণনা* ... *।* হাফেয সুয়ূতী রাহঃ ও আল্লামা ইবনুল আরবাক রাহঃ ও ওই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়েছেন। - *কিতাবুল মওযূয়াত ২/২০২; আল লায়ালিল মাসনূআ ২/১০৯; তানযীহুশ শরীআতিল মরফূআ ২/১৪৯।*
তবে জুমআর দিন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে। দেখুন- *তিরমিযী ২/৩৬২; আবু দাউদ ১/৬৩৪; সুনানে নাসায়ী* ৩/১১৩-১১৪। [মাসিক আল কাউসার, জানুয়ারি-২০০৯, পৃষ্ঠা-৩১]

একটি ভুল ধারণা

দুআয়ে কুনুত কি শুধু 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ...' । - বিতরের নামাজের তৃতীয় রাকাতে 'কুনূত' (কুনূতের দুআ) পড়া জরুরী। এর বিভিন্ন দুয়া রয়েছেঃ একটি হচ্ছে **'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া ...'** আরেকটি হল, **'আল্লাহুম্মাহ্দীনি ফীমান হাদাইত্ ...'** এধরনের আরো দুয়া রয়েছে। যেকোন দুয়া পড়া যায়। বরং কুরআন-হাদীসের যেকোন দুয়া পড়ার দ্বারাও কুনূতের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কেউ কেউ প্রথম দুয়াটিকেই একমাত্র দুয়া মনে করেন। তাদের ধারণা এটা ছাড়া কনূত আদায় হয় না। এই ধারণা ঠিক নয়। যেকোন মা'ছূর ও মাসনূন দুয়ার দ্বারা ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। [মাসিক আল কাউসার, মার্চ-২০০৯, পৃষ্ঠা-৩০]

একটি ইতিহাস বিষয়ক ভুল

আবু জাহল কি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)- এর চাচা ছিল ?- আরবের মুশরিক নেতা আবু জাহল, ইসলামের সঙ্গে তার শত্রুতা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এর প্রতি তার বিদ্বেষ ও বেয়াদবী সর্বজনবিদিত। তার সম্পর্কে কোন কোন মানুষকে বলতে শোনা যায় যে, সেও নবী (সাঃ) এর চাচা ছিল, যেভাবে আবু লাহাব তাঁর চাচা ছিল। এটা ভুল। আবু জাহল কুরাইশ বংশের লোক হলেও আব্দুল মুত্তালিবের (নবী সাঃ-এর দাদা) সন্তান ছিল না। আবু জাহলের বংশ ধারা এই- "আবু জাহল আমর ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখ্যুম।" - *উমদাতুল কারী, খন্ডঃ ১৭, পৃষ্ঠাঃ ৮৪।* [মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল-২০০৯, পৃষ্ঠা-৩০]

এটি হাদীস নয়

নখ কাটার নিয়ম- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ডান হাতের তর্জনী হতে নখ কাটা আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন। বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন। - নখ কাটার তরতীব ও নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রমাণস্বরূপ হাদীস হিসেবে একে উল্লেখ করে থাকেন; অথচ এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস নয়। ইবনে হাজার আসকালানী রাহঃ 'ফাতহুল বারী' কিতাবে বলেন- "নখ কাটার নিয়ম সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই।"- *ফাতহুল বারী, ১০/৩৫৭*

আল্লামা সাখাবী রাহঃ আল-মাকাসিদুল হাসানা কিতাবে বলেন- "নখ কাটার ব্যাপারে নির্দিষ্ট দিন ও নিয়ম সম্বলিত কোন হাদীস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই।

এক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর নামে যে পংক্তিটি উল্লেখ করা হয়, তা সম্পূর্ণ বাতিল।"- *আল-মাকাসিদুল হাসানা, ৩৬২*

হাফেজ ইরাকী রাহঃ বলেন- "নখ কাটা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই।"- *ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ২/৪১১।*

তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সকল ভাল কাজে ডান দিককে প্রাধান্য দিতেন, তাই এতটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, ডান দিক থাকে নখ কাটা মুস্তাহাব। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- *তাখরীজে ইহ্ইয়া-ইহ্ইয়াঃ ১/১৪১; শরহুল মুহাযযাবঃ ১/৩৩৯; আল মাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূঃ১৩০; কাশফুল খাফাঃ ২/৯৬; হাশিয়াতুত্তাহ্তাবী আলাদ্দুরঃ ৪/১০৩; আদ্দুরুল মুখতার ৬/৪০৫।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১৪৮-১৪৯] এবং [মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল-২০০৯, পৃষ্ঠা-৩১]

এগুলো হাদীস নয়

"আসমান ও যমীন আমাকে সংকুলান করে না; কিন্তু একমাত্র আমার মুমিন বান্দার কল্ব আমাকে সংকুলান করে।" অথবা

"কল্ব আল্লাহ তায়ালার ঘর।" - এগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এর হাদীস নয়। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উভয়টিকে জাল বলেছেন।– *যাইলুল লায়ালীঃ ২০৩ - আল মাসনূঃ ১৬৪ (টীকা)*

আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইবনে আরবাক এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহঃ) প্রমূখ মুহাদ্দীসীনে কিরাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যে একমত পোষণ করেছেন।–*তাযকিরাতুল মাওযূয়াতঃ ৩০; আল মাসনূঃ ১৬৪;* তানযীহুশ শরীয়াঃ ১/৪৮।

আরো দ্রষ্টব্যঃ *ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনঃ ৭/২৩৪; আল-মাকাসিদুল হাসানা, ৩৬৫, ৪৩৮; কাশফুল খাফাঃ ২/৯৯, ১৯৫; আদ্দুরুল মুনতাসিরাঃ ১৫০; আল লুউলুউল মারসূঃ ৫৭; আত তাযকীরাঃ ১৩৫, ১৩৬।*

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাক্যটিও লোকমূখে প্রসিদ্ধঃ **"মুমিনের কল্ব আল্লাহ তায়ালার আরশ"**- আল্লামা সাগানী রাহঃ একে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।– *রিসালাতুল মাওযূয়াতঃ ৭।* আল্লামা আজলূনী রাহঃও সাগানী রাহঃ এর বক্তব্যে সমর্থন করেছেন।- *কাশফুল খাফাঃ ২/১০০।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ৮৮-৮৯]

এটি হাদীস নয়

স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ – এটি হাদীস নয়। জন্মভূমির মহব্বত, জন্মভূমির প্রতি মনের টান, হৃদয়ের আকষর্ণ মানুষের স্বভাবজাত বিষয়, একটি মহৎগুণ। অন্তরে জন্মভূমির ভালবাসা, মায়া-মহব্বত, তার দিকে মনের আগ্রহ থাকা ঈমান পরিপন্থী কিছু নয়; কিন্তু ঈমান ও দেশের প্রশ্নে ঈমানকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

তবে উপরোক্ত বাক্যটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস নয়। আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মদ সাগানী রাহঃ একে জাল বলেছেন। - *রিসালাতুল মাওযূয়াতঃ ৭;*

মোল্লা আলী কারী রাহঃ এ সম্পর্কে বলেন- "হাফেযে হাদীস মুহাদ্দীসীনে কিরামের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই।" *আল মাসনূঃ ৯১।* আরো দ্রষ্টব্যঃ *আল-মাকাসিদুল হাসানা, ২১৮; তাযকিরাতুল মাওযূয়াতঃ ১১; আদ্দুররুল মূনতাসিরাঃ ১১০; মিরকাতুল মাফাতীহঃ ৪/৫; আল মাওযূয়াতুল কুবরাঃ ৬১; আল লুউলুউল মারসূঃ ৩৩।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১৪৩-১৪৪]

এটি হাদীস নয়

মুমিনের ঝুটা ওষুধ (মুমিনের ঝুটা অন্যের শেফা) – এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস নয়। মোল্লা আলী কারী রহঃ বলেন- "রাসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে তার কোন ভিত্তি নেই। - *আল মাসনূঃ ১০৬।*

আল্লামা মুহাম্মদ নাজমুদ্দীন গাযযী রহঃও বলেছেন যে, এটি হাদীস নয়। - *কাশফুল খাফাঃ ১/৪৫৮।*

খাবার শেষে পাত্র পরিষ্কার না করা, একসাথে খাওয়ার সময় অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবার বা পানীয় ঘৃণা করা খুবই নিন্দনীয়। তাই খাবার শেষে পাত্র ভালভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া এবং অন্যের উচ্ছিষ্টকে ঘৃণা না করা উচিত। এমনকি আল্লাহওয়ালাদের উচ্ছিষ্ট দ্বারা বরকত অর্জনের প্রমাণও পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে- "ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আমি আর খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ), মাইমূনা (রাঃ) এর কাছে গেলে তিনি পাত্র করে আমাদের জন্য দুধ হাজির করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করেন। আমি ছিলাম তার ডান দিকে আর খালেদ বাম দিকে। তাই তিনি আমাকে বলেন, আগে পান করার হক তোমারই, তবে তুমি ইচ্ছা করলে খালেদকে অগ্রাধিকার দিতে পার। আমি (ইবনে আব্বাস) বললাম, আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না।"- *জামে তিরমিযীঃ হাদীস ৩৬৮৪।* [প্রচলিত জাল হাদীস, পৃষ্ঠাঃ ১৪৪-১৪৫]

শবে বরাত সংক্রান্ত প্রচলিত ভুল

এ রাতের আমাল সমূহ ব্যাক্তিগত, সম্মিলিত নয়

এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, এ রাতের নফল আমালসমূহ, বিশুদ্ধ মতানুসারে একাকীভাবে করণীয়। ফরজ নামায তো অবশ্যই মসজিদে আদায় করতে হবে। এরপর যা কিছু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। এসব নফল আমালের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে সমবেত হওয়ার কোন প্রমাণ হাদীসে শরীফেও নেই আর সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর কোন প্রচলন ছিল না। - *ইকতিযাউস্ সিরাতিল মুস্তাকীমঃ ২/৬৩১-৬৪১; মারাকিল ফালাহ ২১৯।*

মনে রাখতে হবে, শবে বরাতের আলাদা কোনো আমল নেই। অন্যান্য দিনের মতোই এর ইবাদত। একজন মুমিন বান্দার উচিত এই রাতে নফল ইবাদত, দুআ, তওবা-ইস্তেগফার, যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকা। ঘুমানোর প্রয়োজন হলে ঘুমিয়ে নেওয়া। এমন যেন না হয় যে, সারা রাতের দীর্ঘ ইবাদতের ক্লান্তিতে ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়া সম্ভব হল না।

এ রাতের আপত্তিকর এবং বর্জনীয় কাজ সমূহ

- ✓ বাসার মহিলারা এ রাতে যে হালুয়া-রুটি বানাতে ব্যস্ত থাকেন তা একেবারেই অনুচিত। বলা হয় শয়তানই এ রাতে মানুষকে ইবাদত থেকে দূরে রাখার জন্য মানুষকে এসব কাজে ব্যস্ত রাখে। অনুরূপভাবে মসজিদ-মাজারে খিচুড়ি-ফিরনি এসবও বাহুল্য। অনেক জায়গায় তো এসব নিয়ে শোরগোল-মারামারি পর্যন্ত হয়। ইবাদতের রাত কেটে যায় হেলায়-অবহেলায়।

- ✓ 'মকসূদুল মুমিনীন' নামক একটি ভিত্তিহীন কিন্তু বহুল প্রচলিত বইয়ের বাতানো পদ্ধতির মনগড়া একটি নামায কতিপয় মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে। মনে রাখতে হবে 'মকসূদুল মুমিনীন'- এর ওই বিশেষ পদ্ধতির নামায ও এর রেওয়ায়েত সমূহ সবই ভিত্তিহীন।

- ✓ এ রাতে মাগরীব বা ইশার পর থেকেই কোন কোন এলাকায় ওয়াজ-নসীহত আরম্ভ হয়। আবার কোথাও ওয়াজের পর মিলাদ-মাহ্ফীলের অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তো সারারাত খতমে-শবীনা হতে থাকে। মনে রাখতে হবে এসব কিছুই ভুল ও ভিত্তিহীন রেওয়াজ।

- ✓ এ রাতে মাইক ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা-ওয়াজের আয়োজন করা ঠিক নয়। এতে না ইবাদত আগ্রহী মানুষের পক্ষে ঘরে বসে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা সম্ভব হয়, আর না মসজিদে। অসুস্থ ব্যাক্তিদের প্রয়োজনীয় আরামেরও ব্যাঘাত ঘটে।

- ✓ খিচুরি বা হালুয়া-রুটির প্রথা; মসজিদ, ঘর-বাড়ি বা দোকান-পাটে আলোক-সজ্জা করা; পটকা ফুটানো; আতশবাজি; কবরস্থান ও মাজারসমূহে ভিড় করা; মহিলাদের ঘরের বাইরে বের হওয়া, বিশেষ করে বেপর্দা হয়ে দোকান-পাট, মাজার ইত্যাদি স্থানে ভিড় করা – এসব কিছুই এ রাতের আপত্তিকর কাজ।

শবে বরাতের গোসল সম্পর্কিত একটি জাল হাদীসঃ

যে ব্যক্তি শবে বরাতের রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করবে, তার গোসলের প্রতি ফোটা পানির পরিবর্তে তার আমলনামায় ৭০০ (সাতশত) রাকাআত নফল নামাযের সওয়াব লেখা হবে। - এটি একটি জাল হাদীস। এর কোনই ভিত্তি নেই। - *যাইলুল মাকাসিদিল হাসানাহ, যাইলু তানযীহিশ শরীয়া, মাহে শাবান ও শবে বরাতঃ ফাযায়েল ও মাসায়েল।*

আলহামদুলিল্লাহ্, প্রচলিত ভুল সংকলন-১ এর এখানেই শেষ। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে এই সমস্ত ভুলগুলি থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। আমীন।